দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 26 APR 1988
পৃষ্ঠা ৮ কলাম 3

116

শিক্ষাঙ্গন

বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা

আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা যে যথেষ্ট বাস্তবসম্মত নয় সেটা সবাই স্বীকার করেন। সময়োপযোগী শিক্ষানীতির কথা বলা হয় অথচ সে শিক্ষাব্যবস্থার রূপরেখা কি হবে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত পাওয়া যায় না। আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা দেশ ও সমাজের চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। লেখা-পড়ার জন্য শুধু লেখা-পড়া এটা কারো কাম্য হতে পারে না। ব্যক্তিত্বের বিকাশের সাথে সাথে জীবন সংগ্রামে একজন লোক যাতে যোগ্যতার সাথে টিকে থাকতে পারে সে ধরনের শিক্ষাই হবে লেখা-পড়ার মুখ্য উদ্দেশ্য। ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগযোগ্য শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করতে হবে।

সে লক্ষ্যে শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা হতে হবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী প্রসূত এবং সুপরিকল্পিত ও সুবিন্যস্ত। শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়— মৌলিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষা। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে আমাদের দেশে মৌলিক শিক্ষা বলে ধরা হয়। সরকার সে লক্ষ্যে ১৯৯০ সালের মধ্যে 'সবার জন্য শিক্ষা' অর্থাৎ পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। পচম শ্রেণী পর্যন্ত পড়লে কি লাভ হবে? এই শিক্ষার ফলে সেই শিক্ষিত লোকের কতটুকু বিকাশ সম্ভব? বা সে তার ঐ শিক্ষাকে কি কোন বৈষয়িক কাজে লাগাতে পারবে? নিশ্চয়ই পারবে না। কাজেই প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্র আরো বাড়ানো দরকার। আমাদের মতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা মৌলিক শিক্ষা হিসেবে গণ্য করা উচিত এবং অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে এমনভাবে ঢেলে সাজানো দরকার যাতে শিক্ষার্থীর বিকাশ একটি নির্দিষ্ট স্তরে উপনীত হতে পারে। এই সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থীদের নিজের মাতৃভাষা, ইতিহাস, ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। এর পরের শিক্ষাকে বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, কারিগরি এ ধরনের বিভিন্ন বিভাগ-উপবিভাগে ভাগ করে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ ও মেধা অনুযায়ী বিভাগে তাদের পড়ার সুযোগ দিতে হবে। মৌলিক শিক্ষা যদি যথাযথভাবে দেয়া হয়, তাহলে শিক্ষার্থীরা পরবর্তীকালে বিভাগ নির্বাচনে ভুল করবে না এবং এ ভাবেই দেশ ও সমাজের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করা যাবে।

—নুরুল ইসলাম শেফুল

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রসঙ্গে

গত ২৮ মার্চ দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৮৭-৮৮ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষ (সম্মান) শ্রেণীর ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে ভর্তির জন্য আবেদন করার ন্যূনতম যোগ্যতা প্রসংগে আমাদের মনে বিভ্রান্তি ও বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। যেমন বিজ্ঞপ্তির কিছু কিছু স্থানে আসলে কি বলা হয়েছে তা পরিষ্কার হয়ে উঠেনি।

যেমন, সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের ভূগোল বিষয়ে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতার ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে 'একটি প্রথম বিভাগ এবং একটি দ্বিতীয় বিভাগ'।

এ প্রসঙ্গে আমাদের প্রশ্ন এটি মানবিক, কৃষি না সকল শাখার জন্য প্রযোজ্য? আমরাই বা কি বুঝে নেব? এমতাবস্থায় আমরা ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীরা ভীষণ উদ্বিগ্নতায় এবং অনিশ্চয়তায় ভুগছি। কর্তৃপক্ষ যদি সকল শাখার জন্যই একটি প্রথম বিভাগ ও ১টি ২য় বিভাগ ধার্য করে থাকেন তবে এটি হবে অযৌক্তিকতার নামান্তর। কারণ যেখানে গাণিতিক ও পদার্থ বিষয়ক অনুষদসহ প্রাণী বিজ্ঞান ইন্সটিটিউটে কাঙ্ক্ষিত বিষয় যেমন পদার্থ, রসায়ন, ফার্মেসী ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিজ্ঞান শাখার বিষয় হওয়া সত্ত্বেও কোন পরীক্ষাতেই ১ম বিভাগ চাওয়া হয়নি।

সেক্ষেত্রে মানবিক বিভাগে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোতে ৪৫% নম্বর ধার্য করার পরও ১টি ১ম বিভাগ ও অপরটিতে ২য় বিভাগ কিভাবে চাওয়া হয় তা আমাদের ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বিষয়ে আর একটি জিনিস উল্লেখ করলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে উঠবে এবং তাহলো, দর্শন বিষয়ে ন্যূনতম যোগ্যতা ২য় বিভাগ (উভয় পরীক্ষায়) চাওয়া হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহে ৪৫%, ৪০%, ৩৬%-এর বেশী কোনটিতে চাওয়া হয়নি। ফলশ্রুতিতে আমরা এ ধারণাই পোষণ করতে পারি যে, বিজ্ঞান বিভাগের বিষয়সমূহ যেমন রসায়ন, জীব, গণিত ও পদার্থে নম্বর পাওয়া যত কঠিন;

মানবিক বিভাগে পৌরনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস ও সমাজ কল্যাণ ইত্যাদিতে নম্বর পাওয়া তার চেয়ে অনেক সহজ। আশা করি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উপরোক্ত ব্যাপারটি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে দেখবেন। আশা করি বিষয়টি কর্তৃপক্ষ সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করে অগণিত ছাত্র-ছাত্রীকে হতাশা ও উদ্বিগ্নতা থেকে মুক্ত করবেন।

জাকির হোসেন চৌধুরী (মঞ্জু)